পদ সৃষ্টির আগেই ‘চূড়ান্ত’ তিন প্রার্থী

রোহান চিশতী, নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়
২৫ নভেম্বর ২০২৫, ০৯:০৪ এএম

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে ভবিষ্যৎ নিয়োগের আগেই ‘প্যানেল’ তৈরি করে রাখার অভিযোগ উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৯তম সিন্ডিকেট সভার নথি থেকে জানা যায়, চলতি বছরের ২৮ আগস্ট থেকে আগামী এক বছরের মধ্যে শিক্ষা ছুটি, পদ শূন্য হওয়া বা নতুন পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এক বিজ্ঞপ্তির বাইরে গিয়ে তিন প্রার্থীর একটি প্যানেল থেকে ক্রমানুসারে নিয়োগ দেওয়ার সুপারিশ অনুমোদন করা হয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপক পদের বিপরীতে প্রভাষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা শেষে বাছাই বোর্ড আব্দুল্লাহ আল মামুনকে সুপারিশ করলে সিন্ডিকেট তা অনুমোদন করে তাঁর নিয়োগ সম্পন্ন হয়। তবে বাছাই বোর্ড একই সঙ্গে ভবিষ্যতে সম্ভাব্য যে কোনো শূন্যপদ বা নতুন সৃষ্ট পদের জন্য আরও তিনজনÑ মো. তারেকুল ইসলাম, সাজিয়া সুলতানা ও তাসনুভা রাগদাকে প্যানেলভুক্ত করার সুপারিশ করে।

সিন্ডিকেটের বিবরণীতে উল্লেখ আছেÑ পদ শূন্য হলে নতুন বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই এই তিনজনের তালিকা থেকে ধারাবাহিকভাবে নিয়োগ কার্যকর থাকবে আগামী এক বছর। এমন সিদ্ধান্ত ঘিরে বিভাগজুড়ে এবং বাইরে সমালোচনা তৈরি হয়েছে।

ইতিহাস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও বাছাই বোর্ডের সদস্য ড. মুহাম্মদ শামসুজ্জামান বলেন, ‘বিষয়টি সিন্ডিকেটে অনুমোদন হয়েছেÑ এ বিষয়ে বিভাগকে কোনো চিঠি দেওয়া হয়নি। বাছাই বোর্ডের সুপারিশ গোপনীয় বিষয়; এ নিয়ে আমি মন্তব্য করব না।’

বাছাই বোর্ডের আরেক সদস্য কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইমদাদুল হুদা বলেন, ‘এভাবে আগাম পদের জন্য সুপারিশ করার কথা নয়। বিষয়টি আইনসঙ্গত নয়। যদি সত্যিই এমন কোনো সুপারিশ বাছাই বোর্ডের নামে লেখা হয়ে থাকে এবং সিন্ডিকেটে অনুমোদিত হয়, তবে তা সঠিক হয়নি।’

রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. মো. মিজানুর রহমান বলেন, ‘যে পদের জন্য বাছাই বোর্ড গঠিত হয়, সেই নির্দিষ্ট পদের জন্যই প্যানেল সুপারিশ করা যায়। নতুন বা অন্য কোনো পদ শূন্য হলে নিয়ম অনুযায়ী নতুন বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নিয়োগ দিতে হবে।’

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক প্রশ্ন তুলেছেন, ‘বাংলাদেশ তো দূরের কথা, পৃথিবীর কোথাও শুনিনিÑ যে পদ এখনও সৃষ্টি হয়নি, সেই পদের জন্য আগে থেকেই প্রার্থী ঠিক করে রাখা হয়। এটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং সিন্ডিকেট কীভাবে অনুমোদন দিল, তা বোধগম্য নয়।’